শিক্ষকদের দাবিদাওয়া

প্রকাশিত: ২৩:১৪, ১৭ অক্টোবর ২০২৫

সমাজে দায়িত্বশীল ব্যক্তিদের কাছ থেকে মানুষ দায়িত্বশীল আচরণ আশা করে। প্রতিটি সরকারের সময়েই দেখা যায় নানা দাবি নিয়ে শিক্ষকরা রাস্তায় নামছেন। পুলিশও সম্মানিত শিক্ষকদের ওপর চড়াও হচ্ছে। এসব দৃশ্য দেখতে ভালো লাগার কথা নয়। অন্যদিকে সরকারও সব সময়েই সময়ক্ষেপণের পথ বেছে নেয়। ফলে সংকট ঘনীভূত হয়। এর মধ্য দিয়ে সবচেয়ে ক্ষতিগ্রস্ত হয় শিক্ষার্থীরাই। শিক্ষার মানের অবনতি ঘটে। বছরের পর বছর ধরে তো এসব চলতে পারে না। এর একটা সুরাহা হওয়াই কাম্য। সেজন্য আলোচনার কোনো বিকল্প নেই।

মানসম্মত শিক্ষা নিশ্চিত ও জীবনযাত্রার মানোন্নয়নে শিক্ষক-কর্মচারীরা বেসরকারি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান জাতীয়করণের দাবিতে দীর্ঘদিন ধরে আন্দোলন করে আসছেন। এর মধ্যে তারা এখন মূল বেতনের ২০ শতাংশ (ন্যূনতম ৩ হাজার টাকা) বাড়িভাড়া, চিকিৎসা ভাতা দেড় হাজার টাকা করা এবং কর্মচারীদের উৎসব ভাতা ৭৫ শতাংশ বাড়ানোর দাবিতে কয়েক দিন ধরে ঢাকায় কর্মসূচি পালন করছেন। কখনো জাতীয় প্রেস ক্লাবের সামনের রাস্তায়, কখনো কেন্দ্রীয় শহীদ মিনার প্রাঙ্গণে বা হাইকোর্টের সামনের সড়কে এসব কর্মসূচি পালন হচ্ছে। বিভিন্ন রাজনৈতিক দল দাবির প্রতি সংহতিও জানিয়েছে। শিক্ষক-কর্মচারীরা যখন ঢাকায় এমন কর্মসূচি পালন করছেন, তখন একই দাবিতে সারাদেশে এমপিওভুক্ত বেসরকারি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে চলছে কর্মবিরতি। এমন পরিস্থিতিতে শিক্ষাবর্ষের শেষ সময়ে এসে শিক্ষার্থীদের পড়াশোনা ক্ষতির মুখে পড়েছে। আর রাস্তার আন্দোলনে শিক্ষকদের যেমন কষ্ট হচ্ছে, তেমনি সাধারণ মানুষকেও ভোগান্তিতে পড়তে হচ্ছে।

এমপিওভুক্ত শিক্ষক-কর্মচারীদের ন্যায্য দাবি নিয়ে সাম্প্রতিক সমাবেশগুলো শিক্ষাব্যবস্থার ওপর একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রভাব ফেলেছে। মূল বেতনের ২০ শতাংশ হারে বাড়িভাড়া, চিকিৎসা ভাতা বৃদ্ধি এবং উৎসব ভাতা ৭৫ শতাংশে উন্নীত করার দাবিতে তাদের এই আন্দোলন জীবনযাত্রার ব্যয় বৃদ্ধির প্রেক্ষাপটে অযৌক্তিক, এটা কেউ বলবেন না। শিক্ষকদের আর্থিক সুবিধা বৃদ্ধি পেলে তারা আরও ভালোভাবে শিক্ষকতা পেশায় মনোযোগ

দিতে পারবেন, যা শিক্ষার্থীদের শিক্ষার মানের ওপর ইতিবাচক প্রভাব ফেলবে, এমনটা আমরা বলতেই পারি।

শিক্ষকদের দাবি-দাওয়া নিয়ে সরকার কাজ করছে, এমন মন্তব্য করেছেন স্বয়ং শিক্ষা উপদেষ্টা সিআর আবরার। বৃহস্পতিবার শিক্ষা মন্ত্রণালয়ে এক সংবাদ সম্মেলন শেষে তিনি এ কথা বলেন। উপদেষ্টা বলেন, 'বাড়ি ভাড়ার বিষয়টির প্রতি আমরা সংবেদনশীল। আমরা বিশ্বাস করি নতুন বেতন কমিশনের সুপারিশে আমরা আগামী বছর আরও একটি সুন্দর বেতন কাঠামো নিশ্চিত করতে পারব।' উল্লেখ্য, গত ১৩ আগস্ট জাতীয় প্রেস ক্লাব প্রাঙ্গণে অনুষ্ঠিত শিক্ষক সমাবেশে শিক্ষা উপদেষ্টা শিক্ষক নেতাদের সঙ্গে আলোচনায় এমপিওভুক্ত শিক্ষক-কর্মচারীদের বাড়িভাড়া, চিকিৎসাভাতা এবং কর্মচারীদের উৎসবভাতা উন্নীত করার আশ্বাস দিয়েছিলেন। গত ৫ অক্টোবর শিক্ষক দিবসে ৫০০ টাকা বাড়িভাড়া বৃদ্ধির প্রজ্ঞাপন জারি করে অর্থ মন্ত্রণালয়, যা শিক্ষক-কর্মচারীদের ক্ষোভ আরও বাড়িয়ে তোলে। এখন শিক্ষা উপদেষ্টার সুবিবেচনার ওপরে অনেকটাই নির্ভর করছে। আমরা আশাবাদী একটা ভালো সমাধান হবে এবং শিক্ষকরা আন্দোলনে যতি টেনে শিক্ষালয়ে ফিরে যাবেন।